রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বুধবার, জুন ২৯, ১৯৮৮

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণিজ্য মন্ত্রণালয়

প্রজ্ঞাপন

ঢাকা, ১৫ই আষাঢ়, ১৩৯৫/২৯শে জুন ১৯৮৮

নং এস, আর, ও ১৮১-আইন/৮৮—স্থল পথে, জল পথে বা আকাশ পথে যে সকল পণ্যের আমদানি সরকার Imports and Exports (Control) Act, 1950 (XXXIX of 1950) এর section 3(1) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে, সরকারী গেজেটে প্রকাশিত আদেশ দ্বারা,—

(ক) নিষিদ্ধ করিতে, বা অনুরূপ আমদানির উপর বিধি নিষেধ বা নিয়ন্ত্রণ আরোপ করিতে পারেন ; অথবা

(খ) যে সকল পণ্যকে উক্তরূপ নিষিদ্ধকরণ বা বিধি নিষেধ বা নিয়ন্ত্রণ আরোপের আওতা বহির্ভূত করিতে পারেন।

সেই সকল পণ্যের বর্ণনা নিম্নে যথাক্রমে তফসিল ১ ও তফসিল ২ এ প্রকাশ করিলেন:—

২। এই আদেশ ১৯৮৮ সালের ১লা জুলাই হইতে কার্যকর হইবে।

তফসিল-১

(যে সকল পণ্যের আমদানি নিষিদ্ধকরণ বা বিধি নিষেধ বা নিয়ন্ত্রণ আরোপের আওতা বহির্ভূত)

১। প্রতিরক্ষার উদ্দেশ্যে সরকার কর্তৃক আমদানিকৃত যে কোন দ্রব্য।

২। মন্ত্রণালয় অথবা সংশ্লিষ্ট সরকারী দপ্তর কর্তৃক সরাসরিভাবে আমদানিকৃত অথবা তাহাদের পক্ষে সরবরাহ ও পরিদর্শন অধিদপ্তরের মহা-পরিচালক কর্তৃক আমদানিকৃত যে কোন দ্রব্য।

মূল্য: ৬০ পয়সা

৩। অন্য কোন দেশ হইতে অপর কোন দেশে জাহাজ যোগে চালানকৃত কোন মালামাল যাহা কেবলমাত্র জাহাজ বদলের (transhipment) জন্য সম্পূর্ণ অস্থায়ী ভিত্তিতে বাংলাদেশের কোন বন্দরে নামানো হইয়াছে।

৪। অন্য কোন দেশ হইতে অপর কোন দেশের উদ্দেশ্যে চালানকৃত মালামাল যাহা পথিমধ্যে বাংলাদেশে প্রবেশের পর গন্তব্যস্থলে পুনঃ রপ্তানির অপেক্ষায় বন্ডেড অবস্থায় রাখা হইয়াছে।

৫। বাংলাদেশের বাহিরের কোন দেশ পুনঃ রপ্তানির উদ্দেশ্যের আমদানিকৃত ও বন্ডেড অবস্থায় রক্ষিত জাহাজের রসদ সামগ্রী ; অন্য এক দেশ হইতে অপর কোন দেশে বাংলাদেশ হইয়া ডাকযোগে প্রেরিত ও ডাক বিভাগের হেফাজতে রক্ষিত মালামাল; এবং বর্তমানে বংলাদেশের বাহিরে অবস্থানরত কোন প্রাপকের নিকট পুনঃ প্রেরণের জন্য ডাক বিভাগের হেফাজতে রক্ষিত মালামাল যাহা বিদেশ হইতে প্রাপকের নামে বাংলাদেশের ঠিকানায় প্রেরিত হইয়াছে।

৬। আংশিক বা সম্পূর্ণভাবে শুল্ক মওকুফ/প্রত্যার্পণের দাবীসহ কেবলমাত্র স্থলপথে বাংলাদেশের উপর দিয়া পরিবহনের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী কোন রাষ্ট্রের সরকার কর্তৃক অথবা সরকারের পক্ষে আমদানিকৃত মালামাল; তবে ভারত ব্যতিত অন্য কোন দেশে অনুরূপভাবে প্রেরণের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশে মালামাল আমদানি করা হইলে সেই ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট আমদানিকৃত মালামাল বাংলাদেশের সীমান্ত অতিক্রম করিয়া যাওয়ার গ্রহণযোগ্য প্রমানাদি নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে দাখিল করা হইবে মর্মে আমদানিকারককে অংগীকার নামা প্রদান করিতে হইবে এবং উক্ত অংগীকার পূরণে ব্যর্থ হইলে তাহাকে আমদানিকৃত মালামালের সি, আই, এফ (Cost, Insurance and Freight) মূল্যের সমপরিমাণ অর্থ জরিমানা হিসাবে দিতে হইবে এবং উক্ত মালামাল বাবদ সরকারের অন্যান্য সকল পাওনা পরিশোধ করিতে হইবে; আরো শর্ত থাকে যে, এই বিধান বলে আমদানিকৃত মালামালকে বাংলাদেশের বিদ্যমান রপ্তানি বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ বিধি হইতেও অনুরূপভাবে অব্যাহতি প্রদানের দাবী গ্রহণযোগ্য হইবে না।

৭। বিদেশ হইতে আগত/প্রত্যাগত কোন ব্যক্তি কর্তৃক শুল্ক আইনের অধীনে জারীকৃত সংশ্লিষ্ট ব্যাগেজ রুলের বিধান অনুসারে আমদানিকৃত মালামাল যাহা বিক্রয় করা, বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে প্রস্তাব বা প্রচার করা অথবা দোকানে প্রদর্শন করা হইবে না।

৮। বাৎসরিক সর্বোচ্চ ১০,০০০ (দশ হাজার) টাকার (সি এন্ড এফ) মূল্য সীমা পর্যন্ত কোন একজন আমদানিকারক কর্তৃক তাহার ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য ডাক বিভাগের মাধ্যমে আমদানিকৃত টেক্সট বই, রেফারেন্স বই, টেকনিক্যাল বই, টেকনিক্যাল জার্নাল এবং অনুমোদিত সংবাদ সাময়িকীসহ পাঠ্য সামগ্রী।

৯। বাৎসরিক সর্বোচ্চ ৫,০০০ (পাঁচ হাজার) টাকার (সি এন্ড এফ) মূল্য সীমা পর্যন্ত কোন একজন আমদানিকারক কর্তৃক তাহার নিজস্ব ব্যবহারের জন্য রেজিষ্টার্ড চিকিৎসকের নির্দেশপত্র (প্রেসক্রিপশন) অনুসারে আমদানিকৃত ঔষধপত্র। —

১০। পূর্বে আমদানিকৃত ত্রুটিপূর্ণ অথবা অন্য কোনভাবে ব্যবহারের অযোগ্য দ্রব্য সামগ্রীর পরিবর্তে সংশ্লিষ্ট বিদেশী সরবরাহকারী কর্তৃক বিনামূল্যে সরবরাহকৃত অনুরূপ দ্রব্য।

১১। (১) বাংলাদেশে অবস্থিত বিভিন্ন দূতাবাস, কনস্যুলার অফিস, ট্রেড মিশন অথবা সেইগুলিতে কর্মরত কূটনৈতিক ব্যক্তিবর্গ কর্তৃক বা উহাদের/তাহাদের পক্ষে আমদানিকৃত মালামাল যাহা বাংলাদেশে বিদ্যমান কোন আইন, বিধি অথবা অন্য কোন বিধান/চুক্তি অনুসারে শুল্ক মওকুফ পাওয়ার উপযুক্ত।

(২) জাতিসংঘ অথবা উহার অংগ সংস্থাসমূহ অথবা অনুমোদিত চুক্তি রহিয়াছে এইরূপ অন্য কোন আন্তর্জাতিক বা আন্তঃ সরকার সংস্থা অথবা সেইগুলিতে কর্মরত সুবিধাভোগী ব্যক্তিবর্গ কর্তৃক বা উহাদের/তাহাদের পক্ষে আমদানিকৃত মালামাল যাহা বাংলাদেশে বিদ্যমান কোন আইন, বিধি বা অন্য কোন বিধান/চুক্তি অনুসারে শুল্ক মওকুফ পাওয়ার উপযুক্ত।

১২। প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন ক্যান্টিন স্টোর্স ডিপার্টমেন্ট কর্তৃক তাহাদের নিজস্ব ব্যবহারের জন্য আমদানিকৃত মালামাল।

১৩। বাংলাদেশ হইতে কোন প্রকার বৈদেশিক মুদ্রা প্রেরণ না করিয়া অযাচিতভাবে বিদেশ হইতে উপহার হিসাবে প্রেরিত নিম্নে বর্ণিত দ্রব্যাদিঃ

(ক) বাৎসরিক ৫,০০০ (পাঁচ হাজার) টাকা মূল্য সীমা পর্যন্ত বই, ম্যাগাজিন, জার্নাল এবং ঔষধ ;

(খ) বাৎসরিক ৫,০০০ (পাঁচ হাজার) টাকা মূল্য সীমা পর্যন্ত দ্রব্য সামগ্রী যাহার আমদানি নিষিদ্ধ বা শর্ত সাপেক্ষ নয়।

১৪। অনুমোদিত শুল্কমুক্ত দোকান হইতে বিদেশগামী অথবা বিদেশ হইতে আগত যাত্রীদের নিকট বৈদেশিক মুদ্রায় বিক্রয়ের শর্তে আমদানিকৃত ও বন্ডেড অবস্থায় রক্ষিত পণ্য সামগ্রী।

তফসিল-২

প্রথম অংশ

(দ্বিতীয় অংশে বর্ণিত পণ্যসমূহ সম্পর্কিত ব্যাখ্যা)

(ক) কাস্টমস কো-অপারেশন কাউন্সিলের হারমোনাইজড কমোডিটি ডেসক্রিপশন এন্ড কোডিং সিস্টেম এর উপর ভিত্তি করিয়া অত্র তফসিলের দ্বিতীয় অংশে বর্ণিত পণ্য-সমূহের শ্রেণী বিন্যাস করা হইয়াছে। উক্ত অংশে ২১টি সেকশন আছে যাহা ৯৬টি অধ্যায়ে বিভক্ত এবং যাহাতে সর্বমোট ১২৪১টি হেডিং রহিয়াছে।

(খ) দ্বিতীয় অংশে অন্তর্ভুক্ত প্রত্যেকটি হেডিং চার সংখ্যা (ডিজিট) বিশিষ্ট কোড (যাহা "হেডিং নম্বর" এই শিরোনামযুক্ত কলামে বর্ণিত) দ্বারা চিহ্নিত। ইহার প্রথম দুই সংখ্যা অধ্যায় নির্দেশ করে যেখানে হেডিং টি অন্তর্ভুক্ত ; অন্য দিকে শেষের দুই সংখ্যা উক্ত অধ্যায়ের মধ্যে হেডিং টির অবস্থান নির্দেশ করে। পঞ্চম এবং ষষ্ঠ সংখ্যা যথাক্রম এক এবং দুই ড্যাশ সাব হেডিং নির্দেশ করে (এই ধরনের সাব-হেডিং এর অনুপস্থিতি শূন্য দ্বারা চিহ্নিত হয়)। ৩১১টি হেডিং ব্যতিত উপরে উল্লেখিত সকল হেডিং দুই বা ততোধিক এক ড্যাশ (পাঁচ সংখ্যা) এর সবহেডিং এ বিভক্ত যহা প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে পুনরায় দুই অথবা ততোধিক দুই ড্যাশ (ছয় সংখ্যা) এর সাবহেডিং এ বিভক্ত। হারমোনাইজড পদ্ধতি'তে চার, পাঁচ ও ছয় সংখ্যা পর্যায়ে হেডিং ও সাবহেডিং এ শ্রেণী বিন্যাস্ত পণ্যের মোট শ্রেণীর (ক্যাটগরী) সংখ্যা যথাক্রমে ১২৪১, ৩৫৫৮ এবং ৫০১৯টি। পণ্যের শ্রেণী বিন্যাস সংক্রান্ত ৬ (ছয়) সংখ্যা বিশিষ্ট কোড নম্বর "এইচএস কোড" এই শিরোনামযুক্ত কলামে দেখানো হইয়াছে।

(গ) এই তফসিলে কাস্টমস কো-অপারেশন কাউন্সিলের নোমেনক্লেচার (সিসিসিএন) এর প্রবর্তিত হারমোনাইজড কমোডিটি ডিসক্রিপশন এন্ড কোডিং সিস্টেম এর সেকশন, অধ্যায় এবং হেডিং প্রতিফলিত হইয়াছে। তাই, আশাকরা যায় যে, ইহা একজন আমদানিকারককে আমদানি নীতি আদেশের আলোকে তাঁহার আমদানিতব্য পণ্যের নির্বাচন করিতে যে কোন সমস্যার সমাধানে সহায়তা করিবে। এই প্রসংগে ইহা মনে রাখা দরকার যে, এই আই. টি. সি, তফসিল অনুযায়ী পণ্যের সঠিক শ্রেণী বিন্যাস সংশ্লিষ্ট সেকশন নোট, চাপ্টার নোট এবং নিম্নে 'চ' অনুচ্ছেদে বর্ণিত হারমোনাইজড পদ্ধতির ব্যাখ্যার জন্য সাধারণ নিয়মাবলী অনুসারেই করিতে হইবে।

(ঘ) সাবেক সিসিসি নোমেনক্লেচার এর তুলনায় হারমোনাইজড পদ্ধতিতে ৪ (চার) সংখ্যা বিশিষ্ট হেডিং এর সংখ্যা ১০১০ হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ১২৪১ হইয়াছে। কিন্তু সেকশনের সংখ্যা ২১-এ অপরিবর্তিত রহিয়াছে। অপর দিকে অধ্যায়ের সংখ্যা ৯৯ হইতে ৯৬ এ হ্রাস পাইয়াছে। ভবিষ্যতে হারমোনাইজড পদ্ধতিতে সম্ভাব্য ব্যবহারের জন্য (অধ্যায় ৭৭) অথবা চুক্তিবদ্ধ পক্ষসমূহের প্রয়োজন অনুসারে বিশেষ ব্যবহারের জন্য (অধ্যায় ৯৮ ও ৯৯) মোট তিনটি অধ্যায় সংরক্ষিত রাখা সম্ভবপর হইয়াছে।

(ঙ) বিদ্যমান সাবহেডিং এর কোড নম্বর পরিবর্তন না করিয়াই ভবিষ্যতে যাহাতে প্রয়োজনবোধে অতিরিক্ত সাবহেডিং অন্তর্ভুক্ত করা যায় সেই অভিপ্রায়ে, যতদূর সম্ভব, 'অন্যান্য' নামের অবশিষ্ট সাবহেডিং কে ৯(নয়) দ্বারা অথবা যেখানে শেষ সাব হেডিংটি সংশ্লিষ্ট পণ্যের অংশসমূহ (পার্টস) এর জন্য নির্দিষ্ট করা হইয়াছে সেখানে ৮ দ্বারা চিহ্নিত করা হইয়াছে। একই হেডিংয়ে শ্রেণী বিন্যাসযোগ্য হওয়া সত্ত্বেও অন্য কোন সাবহেডিং এ সুনির্দিষ্টভাবে বর্ণিত হয় নাই এইরূপ দ্রব্য সামগ্রীকে 'অন্যান্য' শীর্ষক সাবহেডিং এর আওতায় শ্রেণী বিন্যাস করা হইবে। কোন কোন ক্ষেত্রে 'অন্যান্য' শীর্ষক সাবহেডিংকেও সুনির্দিষ্ট আইটেম বুঝাইতে পুনরায় বিভক্ত করা হইয়াছে।

(চ) হারমোনাইজড পদ্ধতির ব্যাখ্যার জন্য সাধারণ নিয়মাবলীঃ

এই নোমেনক্লেচার এ পণ্যের শ্রেণী বিন্যাস নিম্নবর্ণিত নীতিমালা অনুসারে নির্ধারিত হইবেঃ

(১) সেকশন, অধ্যায় এবং উপ-অধ্যায়গুলির শিরোনাম শুধুমাত্র সূত্রের সহজীকরণের জনাই দেওয়া হইয়াছে। আইনতঃ হেডিং এর শর্তাবলী এবং সংশ্লিষ্ট সেকশন নোট ও চাপ্টার নোটের ভিত্তিতেই পণ্যের শ্রেণী বিন্যাস নির্ধারণ করা হইবে, যদিও নিম্নের বিধানসমূহ অনুযায়ী এই সব হেডিং ও নোটসমূহের ব্যবহার হইবে না।

(২) (ক) একটি হেডিং এর আওতাধীন কোন পণ্য অসম্পূর্ণ বা অসমাপ্ত অবস্থায়ও উক্ত হেডিং এ পড়িবে যদি অসম্পূর্ণ বা অসমাপ্ত অবস্থায়ও উক্ত দ্রব্যটিতে সম্পূর্ণ বা সমাপ্ত দ্রব্যের গুণাবলী বিদ্যমান থাকে। ঐ দ্রব্যটি সম্পূর্ণ বা সমাপ্ত অবস্থায় (অথবা এই বিধান অনুসারে সম্পূর্ণ বা সমাপ্ত পণ্যের সমপর্যায়ভুক্ত) এবং অসংযোজিত অথবা বিযুক্ত অবস্থায় একই হেডিং এ শ্রেণী বিন্যস্ত হইবে।

(খ) কোন একটি হেডিং এর একটি দ্রব্যকে বুঝাইতে অন্যান্য বস্তুর সহিত উক্ত দ্রব্যের মিশ্রণকেও বুঝাইবে। একটি বিশেষ দ্রব্যের তৈরী পণ্য বুঝাইতে ঐ পণ্য দ্বারা সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে প্রস্তুত সামগ্রীকে বুঝাইবে। একাধিক পদার্থ বা বস্তুর তৈরী দ্রব্য সামগ্রীর শ্রেণী বিন্যাস এই নীতিমালার ৩ নং ধারা অনুযায়ী নির্ধারণ করা হইবে।

(৩) এই নীতিমালার ২(খ) ধারা অনুযায়ী অথবা অন্য কোন কারণে যদি কোন দ্রব্য আপাতদৃষ্টিতে দুই বা ততোধিক হেডিংয়ের অধীনে শ্রেণী বিন্যাসযোগ্য হয় সেই ক্ষেত্রে উক্ত দ্রব্যের শ্রেণী বিন্যাস নিম্নরূপভাবে নিরূপণ করা হইবেঃ

(ক) সুনির্দিষ্ট বর্ণনার হেডিংকে সাধারণ বর্ণনার হেডিং অপেক্ষা অগ্রাধিকার দেওয়া হইবে। যাইহোক, যখন দুই বা ততোধিক হেডিং এর প্রত্যেকটি কোন একটি মিশ্রিত বস্তুর বা যৌগিক পদার্থ এর এক একটি অংশকে চিহ্নিত করে অথবা

খুচরা বিক্রয়ের জন্য পেশকৃত একই সেটভুক্ত কোন দ্রব্যের অংশবিশেষকে নির্দেশ করে, তখন এইরূপ সকল হেডিংকেই সমানভাবে প্রযোজ্য বলিয়া গণ্য করা হইবে, যদি উহাদের মধ্যে কোন একটিতে তুলনামূলকভাবে অধিকতর সুনির্দিষ্ট বর্ণনাও প্রদান করা হয়।

(খ) বিভিন্ন পদার্থের সমন্বয়ে তৈরী বা মিশ্রিত দ্রব্য অথবা বিভিন্ন কম্পোনেন্টের তৈরী দ্রব্য এবং খুচরাভাবে বিক্রয়ের জন্য পেশকৃত একই সেটভুক্ত দ্রব্যাদি যাহা এই নীতিমালার ৩(ক) এর বিধান দ্বারা শ্রেণী বিন্যাস করা সম্ভব নয় সেই ক্ষেত্রে যে বস্তু বা কম্পোনেন্টের বিশেষ গুণাবলী অধিকতর সুস্পষ্টভাবে সংশ্লিষ্ট দ্রব্যে উপস্থিত, উক্ত বস্তুর বা কম্পোনেন্টের সহিত দ্রব্যটি শ্রেণী বিন্যস্ত হইবে।

(গ) যখন এই নীতিমালায় ৩(ক) অথবা ৩(খ) এর বিধান দ্বারাও কোন দ্রব্যের শ্রেণী বিন্যাস করা সম্ভব নয় তখন সেই দ্রব্যটি শ্রেণী বিন্যস্ত হইতে পারে এইরূপ সকল হেডিংসমূহের মধ্যে সংখ্যার দিক দিয়া যেটি সর্বশেষ পড়িবে উহার অধীনে দ্রব্যটিকে শ্রেণী বিন্যস্ত করা হইবে।

(৪) উপরে উল্লেখিত বিধানাবলী অনুযায়ী যে সব দ্রব্যের শ্রেণী বিন্যাস করা সম্ভব নয় সেই সব দ্রব্যের ক্ষেত্রে উহাদের সর্বাধিক সামঞ্জস্যপূর্ণ দ্রব্যের সহিত একই হেডিংয়ে শ্রেণী বিন্যাস করা হইবে।

(৫) উপরোক্ত বিধানসমূহ ছাড়াও নিম্নেবর্ণিত বিধানসমূহ সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে উল্লেখিত দ্রব্যের জন্য প্রযোজ্য হইবেঃ

(ক) ক্যামেরা কেস, বাদ্যযন্ত্র-এর বাক্স, বন্দুকের খাপ, অংকন যন্ত্রের বাক্স, নেকলেসের বাক্স এবং অনুরূপ অন্যান্য বাক্স যাহা বিশেষ বিশেষ পণ্যের আধার হিসাবে দীর্ঘমেয়াদী ব্যবহারের উদ্দেশ্যে সুনির্দিষ্ট আকৃতিতে প্রস্তুত করা হইয়াছে এইরূপ মোড়ক যাহা ঐ বস্তুর সাথেই সাধারণতঃ দেওয়া হয়, তাহা ঐ বস্তুর একই শ্রেণীভুক্ত হইবে, তবে এই বিধি ঐ সব মোড়ক সামগ্রীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না যে ক্ষেত্রে উহাদের নিজস্ব চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে উপস্থিত থাকে।

(খ) উপরের ৫(ক) এর বিধান সাপেক্ষে যে সব মোড়ক সামগ্রী উহার অভ্যন্তরস্থ দ্রব্যের সাথে দেওয়া হয় তাহাকে ঐ দ্রব্যের সহিত একই শ্রেণীভুক্ত করা হইবে। তবে এই বিধি ঐ সব মোড়ক সামগ্রীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে যে গুলি পরিষ্কারভাবে পুনরায় ব্যবহারের যোগ্য।

(৬) বৈধতার প্রশ্নে কোন একটি হেডিংয়ের অন্তর্গত সাবহেডিংয়ে দ্রব্য সামগ্রীর শ্রেণী বিন্যাস ঐ সব সাবহেডিংয়ের শর্তাবলী এবং সংশ্লিষ্ট যে কোন সাবহেডিং নোট (যদি ধরা হয় যে উপরের বিধিসমূহের প্রয়োজনীয় পরিবর্তনসহ শুধুমাত্র একই স্তরের সাবহেডিংসমূহ তুলনাযোগ্য) এর শর্তাদি দ্বারা নির্ধারিত হইবে। বিধির প্রশ্নে সংশ্লিষ্ট সেকশন এবং অধ্যায় নোটও প্রযোজ্য হইবে যদি না বিষয় বস্তু অন্যত্র ব্যবহৃত হয়।

দ্বিতীয় অংশ

(যে সকল পণ্যের আমদানির উপর বিধি নিষেধ বা নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা যাইতে পারে বা অনুরূপ আমদানি নিষিদ্ধ করা যাইতে পারে উহাদের বিবরণ ও শ্রেণী বিন্যাস সংশ্লিষ্ট বই-এ দেখানো হইয়াছে।)

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

এম, বজলুর রশিদ খান

উপ-সচিব।

মোঃ সিদ্দিকুর রহমান, ডেপুটি কন্ট্রোলার, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
আলকাব মাহফুজাল করিম, ডেপুটি কন্ট্রোলার, বাংলাদেশ ফরমস্ ও প্রকাশনী অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত।